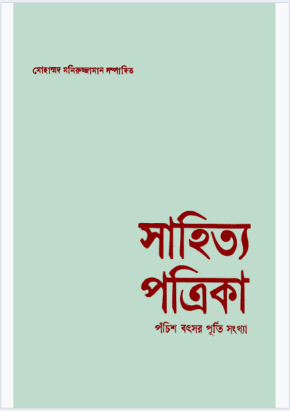

Vol. 25 | No. 2 | 1982

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সাহিত্য পত্রিকা সম্পর্কে অভিমত

Volume	25
Issue	2
Year	1982
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আশুতোষ ভট্টাচার্য, সৈয়দ আলী আহসান, ভাকর মাচওয়ে, ভবতোষ দত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য
Published online	April 1, 1982
DOI	10.62328/sp.v25i2.11
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i2.11
Pages	209-211
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

অভিমত

১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা থেকেই পত্রিকাটি আমার বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। কারণ, পত্রিকাটি এমন একটি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল যে তা এ-যাবৎ প্রচলিত এবং গতানুগতিকভাবে পরিচালিত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কোনো সাহিত্য পত্রিকাতেই দেখতে পাওয়া যায়নি। সাহিত্য এবং সাহিত্যের ভাষা যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অনুশীলন করবার যোগ্য, তা এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হবার আগে এমনভাবে কেউ জানতে পারে নি।

পাশ্চাত্য জগতে সাহিত্য ও ভাষা-বিজ্ঞান সম্পর্কে আজ আধুনিকতম পদ্ধতিতে গবেষণার সূত্রপাত হয়েছে, প্রাচীন পদ্ধতি তাতে স্বভাবতই পরিত্যক্ত হয়েছে; তা যে সুষ্ঠুভাবে তেমনি করে বাংলা ভাষার মাধ্যমেও আলোচনা করা যায়, 'সাহিত্য পত্রিকা' তাই আমাদের প্রথম দেখিয়ে দিল। কারণ, আমাদের দেশের পণ্ডিত সমাজ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই বাংলা ভাষা, তার ভাষাতত্ত্ব, এমনকি তাদের ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা ক'রে দেশ বিদেশে স্বীকৃতি লাভ ক'রে এসেছিলেন। এই দৈন্যের জন্য সেদিন আমাদের কোনো লজ্জা ছিল না, বরং গৌরব ছিল। কিন্তু 'সাহিত্যপত্রিকা'ই বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাংলা ভাষাতত্ত্ব কিংবা উচ্চারণ-তত্ত্বের মত দুরূহ বিষয় প্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচনা ক'রে বাংলা ভাষার উপর একটি নূতন বিশ্বাস স্থাপন করল। তা'তে তার দায়িত্ব বাড়িয়ে দিল। তার ফলে এই পথে তার পদক্ষেপ ক্রমে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে চললো। আজ পর্যন্ত সে তার এই ধারা অক্ষুন্ন রেখে চলেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হীরকজয়ন্তী সংখ্যা এর গৌরব শতগুণ বৃদ্ধি করেছে। যা সুদৃঢ় ঐতিহ্যের উপর স্থাপিত হয়, সে তার নিজের আদর্শের পথে সহজেই চলতে পারে। 'সাহিত্য পত্রিকা' এক সমুচ্চ আদর্শের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর নিজের ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সে তার আদর্শটি রক্ষা ক'রে সহজেই চলতে পারবে এই বিশ্বাস আমার আছে।

১৬ই মার্চ, ১৩৮৮ সাল।

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য
এম.এ., পিএইচ. ডি. (ঢাকা)
প্রাক্তন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক
ও আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগের
সর্বাধ্যক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২

আমাদের দেশে গবেষণামূলক পত্রিকা দুর্লভ। গবেষণাবিষয়ক পত্রিকার নামে যে-সমস্ত পত্র-পত্রিকা প্রকাশ লাভ করে তা প্রায়শঃ খণ্ডিত তত্ত্বে এবং অসম্পূর্ণ তথ্যে কণ্টকিত। বিষয় নির্বাচনে অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায় এবং বিষয় বিবেচনায় যুক্তির অসমর্থন প্রবল থাকে। এ সমস্ত পত্রিকাগুচ্ছ অতিক্রম করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য পত্রিকা একটি নিপুণ গবেষণাগত বিবেচনার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে। এক সময় মরহুম আবদুল হাই-এর সম্পাদনায় এ-পত্রিকাটি সফলতার স্বাক্ষর রেখেছিলো, কিন্তু আবদুল হাই-এর অবর্তমানে কিছুকাল এ পত্রিকা প্রায় অবলুপ্তির পথে যাচ্ছিলো। বর্তমানে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সম্পাদনায় পত্রিকাটি নব-কলেবরে একটি নিয়মিত প্রকাশধারায় সুনির্বাচিত মূল্যবান প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। আমার মনে হয় মনন ও গবেষণার সমৃদ্ধিতে 'সাহিত্য পত্রিকা'র সমতুল্য কোনও পত্রিকা নেই। একটি বিশেষ কারণে 'সাহিত্য পত্রিকা' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাংলা ভাষার অতীত এবং বর্তমানের সর্বপ্রকার চিন্তা এবং অনুসন্ধান এ-পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে। সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান যে কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তা অনন্যসাধারণ। তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি এবং সম্ভ্রান্ত রুচি নিয়ে তিনি এ পত্রিকাকে বিষয় ও অঙ্গসৌষ্ঠবে সমৃদ্ধ করেছেন।

সৈয়দ আলী আহসান
এম. এ. (ঢাকা)
সংখ্যাতিরিক্ত প্রফেসর, বাংলা,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

৩

সাহিত্য পত্রিকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হীরকজয়ন্তী সংখ্যা পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। এই পত্রিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উন্নতমানের গবেষণা পত্রিকা।.....আমার সব সময়ই ধারণা ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎসভূমি পূর্ব বাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশ। সাহিত্য পত্রিকার এই সংখ্যা পাঠ করে আমার সে ধারণা দৃঢ়তর হল।

প্রতাকর মাচওয়ে
এম. এ., পিএইচ.ডি.
পরিচালক, ভারতীয় ভাষা পরিষদ, কলকাতা
প্রাক্তন সেক্রেটারী, সাহিত্য আকাদমি, নয়াদিল্লী

৪

...হীরকজয়ন্তী সংখ্যায় আপনার 'বাংলা বিভাগের ইতিহাস' আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার মত বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রদের সকলের জন্য আপনি বারবার স্মৃতিময় অতীতে ফিরে যাবার একটি আশ্চর্য সুযোগ করে দিলেন। এ জন্য ধন্যবাদ।...

ভবতোষ দত্ত
বি.এ. অনার্স, এম. এ. (ঢাকা), ডি.লিট. (কলিকাতা)
প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

পত্র

১

'সাহিত্যপত্রিকা'র পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আপনারা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন করেছেন জেনে খুশি হলাম। এই পত্রিকার কয়েকটি আমার কাছে আছে, প্রায়ই সংখ্যাগুলি নাড়াচাড়া করি। কারণ এর থেকে অনেক নতুন পথের সংকেত পাই। ভাষা, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই পত্রিকার দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গবেষণার দিক থেকে এটি অনেক বিষয়েরই উৎস বলে বিবেচিত হবে। আমাদের গবেষকগণও এর থেকে উপকৃত হয়ে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল 'সাহিত্য পত্রিকা' বাংলা গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। ভাষা ও সাহিত্যের নানা শাখাপ্রশাখা সম্বন্ধে আপনারা যেভাবে গবেষণা করে চলেছেন, নব নব তথ্যকে বিস্মৃতির অন্ধকক্ষ থেকে আলোকিত জিজ্ঞাসার রাজপথে স্থাপন করে যেভাবে সারস্বত ঐতিহ্যকে লালন করে চলেছেন তাতে এই প্রান্তের আমরা বিস্মিত হয়েছি। আপনাদের সুদক্ষ পরিচালনায় এই পত্রিকা আমাদের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করুক এই আমার একান্ত ইচ্ছা। এই প্রসঙ্গে আমার একটি বিনীত প্রস্তাব জানাই।

আমরা নানা কারণে পত্রিকার সব সংখ্যা সংগ্রহ করতে পারিনি, গোড়ার দিকের অনেকগুলি সংখ্যা চাক্ষুষ করার সুযোগ পাইনি। যদি আপনারা এই পত্রিকা থেকে কয়েকটি প্রবন্ধ নির্বাচিত করে একখানি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন তবে আমরা বিশেষ-ভাবে উপকৃত হব। আমার এই প্রস্তাব সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করলে বাধিত হব। প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল। ইতি

ভবদীয়

মার্চ ৩, ১৯৮২　　**অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**
এম. এ., পিএইচ. ডি. (কলিকাতা)
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ :
বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'র পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হচ্ছে জেনে আনন্দ ও গর্ব অনুভব করছি। পরলোকগত অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই আমার পরম বান্ধব ছিলেন। তিনি 'সাহিত্য পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা আমাকে পাঠান। তারপর থেকে 'সাহিত্য পত্রিকা' পেয়ে আসছি। আমি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় একবার কয়েক খণ্ড 'সাহিত্য পত্রিকা' অবলম্বনে একটি সমালোচনা-প্রবন্ধও লিখেছিলাম। এমন একটি উচ্চ-মানের প্রবন্ধ সংবলিত পত্রিকা বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে, একজন বাঙালী লেখক তথা পাঠক হিসেবে তারজন্য গৌরবিত বোধ করি। 'সাহিত্য পত্রিকা' দৃঢ় পদক্ষেপে তার জয়যাত্রায় স্ববলে এগিয়ে চলুক, বাঙালীর মননলোক সমৃদ্ধ করুক, বাঙালীর সকল আশাকে ভাষাদান করে মহাকালের পটে অক্ষয় স্বাক্ষর রাখুক এই কামনা করি।

ফেব্রুয়ারি ২৫, ১৯৮২　　**শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য**
এম. এ., পিএইচ. ডি. (কলিকাতা)
উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।